বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
(তিতাস গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে
প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ, ২০২২।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/০৯

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

CamScanner

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
২	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি	৩
৩	কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET) কর্তৃক প্রস্তাব সংবলিত আবেদন মূল্যায়ন	৪
৪	বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সী ও আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি	৮
৫	লাইসেন্সী ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত	১১
৬	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২০
৭	রাজস্ব চাহিদা	২৪
৮	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ	২৭
৯	নির্দেশনাবলী	৩০
পরিশিষ্ট-'ক'	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার, ২০২২	৩২
পরিশিষ্ট-'খ'	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী	৩৩

CamScanner

CamScanner

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (তিতাস গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ, ২০২২।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/০৯

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুযায়ী তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (তিতাস গ্যাস) কর্তৃক গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদানপূর্বক প্রাপ্ত সকল তথ্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে অদ্য ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে এ আদেশ প্রদান করা হলো।

১.০ তিতাস গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের সারসংক্ষেপ:

১.১ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (তিতাস গ্যাস) ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫০০ টাকা থেকে ০.৬৮০১ টাকায় এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ১১৭% হারে বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুযায়ী ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের ২৮.১৩.০০০০.৩৪৮.৩২.০০২.২১/৩২৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কমিশনে প্রস্তাব সংবলিত আবেদন দাখিল করে।

১.২ তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বৃদ্ধির স্বপক্ষে কোম্পানীর আর্থিক তারল্য, কর-দায় সংকুলান, নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছে।

১.৩ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির স্বপক্ষে তিতাস গ্যাস তাদের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনে উল্লেখ করেছে যে, এলএনজি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, আইওসি ও দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর ব্যয় বৃদ্ধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক আমদানি ও ভোক্তা উভয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ, উৎসে আয়কর পরিশোধ, অপারেশনাল ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রস্তাব অনুযায়ী দৈনিক

গড়ে ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট আমদানিকৃত এলএনজি দেশীয় দৈনিক গড় উৎপাদন ২,৩৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সাথে মিশ্রণ করা হলে মিশ্রিত প্রতি ঘনমিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ২০.৩৫৯১ টাকা। ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিক্রয়মূল্য ২০.৩৫৯১ টাকা নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(ক) এলএনজি আমদানির পরিমাণ গড়ে ৮৫০ এমএমসিএফডি (Million Cubic Feet per Day);

(খ) দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ গড়ে ২,৩১২.৯৯ এমএমসিএফডি;

(গ) প্রতি ঘনমিটার এলএনজির আমদানি মূল্য ৩৬.৬৯ টাকা [প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজি'র আমদানি মূল্য ১২.২২৩৯ মার্কিন ডলার এবং প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ৮৫ টাকা); এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে মূসক ৫.৫০ টাকা; ২% হারে অগ্রিম আয়কর ০.৭৩ টাকা, ফাইন্যান্স চার্জ ১.৪৪ টাকা, ব্যাংক চার্জ (এলসি কমিশন, ইত্যাদি) ০.৫৯ টাকা, রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ ১.৮৫ টাকা], এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় ০.০৫ টাকা এবং এলএনজি চার্জের ওপর উৎসে কর ৭% হারে ৩.৫৩ টাকাসহ প্রতি ঘনমিটার আমদানিতব্য এলএনজির ক্রয়মূল্য ৫০.৩৮ টাকা;

(ঘ) বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর প্রস্তাবিত ওয়েলহেড চার্জ যথাক্রমে প্রতি ঘনমিটার ৪.৫৪৭৩ টাকা, ০.৮৭৯৮ টাকা এবং ০.৩৩৮৩ টাকা;

(ঙ) আইওসি গ্যাসের নিট ব্যয় প্রতি ঘনমিটার ২.৯১ টাকা;

(চ) এলএনজি অপারশেনাল চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৪৯১ টাকা (গড়ে ৮৫০ এমএমসিএফডি আমদানিকৃত এলএনজির বিপরীতে প্রাপ্য);

(ছ) পেট্রোবাংলা চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৫৯৪ টাকা (গড়ে ৩,১০০ এমএমসিএফডি গ্যাসের বিপরীতে প্রাপ্য);

(জ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল যথাক্রমে প্রতি ঘনমিটার ০.৪৬ টাকা এবং ০.৮৯ টাকা;

(ঝ) গড় বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৭৪৯ টাকা;

(ঞ) সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪৮৯২ টাকা এবং

(ট) ভোক্তাপর্যায়ে ১৫% হারে মূসক।

১.৪ তিতাস গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের সাথে সংযুক্ত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশীয় এবং আমদানিকৃত এলএনজি'র মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৬৫২,২৬০.০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে এলএনজি আমদানি বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ৪৪২,৬৫০.০০ মিলিয়ন টাকা। অবশিষ্ট ২০৯,৬১০.০০ মিলিয়ন টাকা দেশীয় গ্যাস উৎপাদন ব্যয়, পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয়, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), সঞ্চালন ব্যয়, বিতরণ ব্যয় এবং মূল্য সংযোজন ব্যয় (মূসক) হিসেবে প্রস্তাব সংবলিত আবেদনে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১.৫ তিতাস গ্যাস উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্ত সারণি-১ অনুযায়ী পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে:

সারণি-১: তিতাস গ্যাস এর ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রস্তাবিত মূল্যহার

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বিদ্যমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	শতকরা বৃদ্ধির হার
১	বিদ্যুৎ	৪.৪৫	৯.৬৬৯০	১১৭%
২	সার	৪.৪৫	৯.৬৬৯০	১১৭%
৩	ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৩.৮৫	৩০.০৯৩৪	১১৭%
৪	শিল্প	১০.৭০	২৩.২৪৯১	১১৭%
৫	চা-বাগান	১০.৭০	২৩.২৪৯১	১১৭%
৬	বাণিজ্যিক:			
	ক) হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	২৩.০০	৪৯.৯৭৪৬	১১৭%
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৭.০৪	৩৭.০২৪৭	১১৭%
৭	সিএনজি ফিড গ্যাস	৩৫.০০*	৭৬.০৪৮৩	১১৭%
৮	গৃহস্থালি	১২.৬০	২৭.৩৭৭৪	১১৭%

*অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকাসহ ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার ৪৩.০০ টাকা।

২.০ ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি:

২.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী তিতাস গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদনটি প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ঘাটতি তথ্যাদি দাখিল করার জন্য ১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কমিশন তিতাস গ্যাস-কে নির্দেশ প্রদান করে। তিতাস গ্যাস ২০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে যাচিত তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করে।

২.২ কমিশনের ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ০৭/২০২২তম বিশেষ কমিশন সভায় তিতাস গ্যাস এর আবেদনপত্র যাচাই বাছাই পূর্বক কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৮(১) অনুযায়ী উক্ত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুযায়ী মূল্যায়নের নিমিত্ত একটি কারিগরি মূল্যায়ন টিম (Technical Evaluation Team-TET) গঠন করা হয়।

২.৩ কমিশনের ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় তিতাস গ্যাস এর আবেদনটি কারিগরি মূল্যায়ন টিমের সুপারিশমতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩ এর উপপ্রবিধান (৩) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।

২.৪ কমিশনের ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় তিতাস গ্যাস এর আবেদনের ওপর কমিশন কর্তৃক আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৫ তিতাস গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখ (বুধবার) সকাল ১০:০০ ঘটিকায় নিউ ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের শহীদ এ. কে. এম. শামসুল হক খান মেমোরিয়াল অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের ওপর আগ্রহী পক্ষগণের শুনানির দিন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়।

৩.০ কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET) কর্তৃক প্রস্তাব সংবলিত আবেদন মূল্যায়ন:

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে কারিগরি মূল্যায়ন টিম তিতাস গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদন মূল্যায়ন করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

৩.১.১ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ ৩১,২২১.৭১ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং গড় ট্রান্সমিশন লস ০% বিবেচনায় বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে মোট গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ৩১,২২১.৭১ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৩.১.২ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী পেট্রোবাংলা পর্যায়ে দেশীয় উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাসের ক্রয় মূল্য ৩৮৯,৪৮৪.৬৬ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ১২.৪৭ টাকা

৩.১.৩ সঞ্চালন চার্জ বিবেচনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য ৪০৪,৭৫২.০৭ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ১২.৯৬ টাকা।

৩.১.৪ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের জন্য নির্ধারিত গ্যাস ক্রয়ের হিস্যা অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে প্রাপ্ত মোট গ্যাসের ৫৭.০৬% হিসেবে তিতাস গ্যাস এর রিসিভিং পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ ১৭,৮১৫ ১১.মিলিয়ন ঘনমিটার।

৩.১.৫ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জিটিসিএল কর্তৃক তিতাস গ্যাস এ সঞ্চালিত এবং তিতাস গ্যাস এর নিজস্ব সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ বিবেচনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে তিতাস গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়/প্রাপ্তি, সিস্টেম লস এবং বিক্রয় নিম্নোক্ত সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-২: কারিগরি মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়িত তিতাস গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়/প্রাপ্তি, সিস্টেম লস এবং বিক্রয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর		
		২০১৯-২০ (প্রকৃত)	২০২০-২১ (প্রকৃত)	২০২১-২২ (প্রস্তাবিত)
১	গ্যাস ক্রয়/প্রাপ্তি (মিলিয়ন ঘনমিটার)	১৭,৫৫৬.৬৯	১৮,২১৮.৮১	১৭,৮১৫.১১
২	সিস্টেম লস (মিলিয়ন ঘনমিটার)	২,৪৪৮.৬৯	২,৩৬০.৮১	৩৫৬.৩০
৩	সিস্টেম লস (%)	১৩.৯৫%	১২.৯৬%	২.০০%
৪	**গ্যাস বিক্রয় (মিলিয়ন ঘনমিটার) (১-২)**	**১৫,১০৮.০০**	**১৫,৮৫৮.০০**	**১৭,৪৫৮.৮১**

৩.১.৬ তিতাস গ্যাস এর আবেদনে বর্ণিত এবং পরবর্তীতে তিতাস গ্যাস এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে কারিগরি মূল্যায়ন টিম কর্তৃক নিরূপিত তিতাস গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-৩ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৩: তিতাস গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (২০২১-২২)

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	TET এর ব্যাখ্যা
১	জনবল ব্যয়	৩,০৪২.৯১	২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয়ের সাথে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি।
২	অফিস খরচ	৭১৭.৬৬	২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের জন্য ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ণীত।
৩	সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয়	২১২.৮০	
৪	সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফি	৪৭.৩১	নিট গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের ০.০২৫%।
৫	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (১+...+৪)**	**৪,০২০.৬৮**	-
৬	অবচয়	১,০৪২.২২	২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যবহার্য সম্পদের অবচয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে সংযোজিতব্য সম্পদের পরিমাণ ৩৯২.৯৮ মিলিয়ন টাকা বিবেচনায় ছয় মাসের অবচয় অন্তর্ভুক্তসহ।
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ	৭৭৮.৪৮	পেইড-আপ ক্যাপিটালের ওপর ১০%, অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর ৪.৫৮% হারে রিটার্ন এবং সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের সুদ যথাক্রমে ৪% ও ৫% হিসাবে নিরূপিত রিটার্ন অন রেট বেজ ৫.৩২%।
৮	প্রভিশন ফর ডব্লিউপিপিএফ	৪৭০.৪০	বিদ্যমান বিতরণ চার্জ ও অন্যান্য আয় বিবেচনায় কর ও ডব্লিউপিপিএফ পূর্ববর্তী নিট মুনাফার ৫%।
৯	কর্পোরেট ট্যাক্স	২,০১০.৯৬	বিদ্যমান বিতরণ চার্জ ও অন্যান্য আয় বিবেচনায় কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার ২২.৫০%।
১০	মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (৫+...+৯)	৮,৩২২.৭৪	-
১১	অন্যান্য আয়	১০,১৪৭.৮৭	ডিমান্ড চার্জ, নিজস্ব সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালিত গ্যাসের বিপরীতে প্রাপ্ত সঞ্চালন চার্জ, চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হিটিং ভ্যালুর তারতম্যজনিত আয়, অন্যান্য পরিচালন আয়, অপরিচালন আয় এবং সুদ আয়।

কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে তিতাস গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৮,৩২২.৭৪ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আয় ১০,১৪৭.৮৭ মিলিয়ন টাকা। অন্যান্য আয় বিবেচনায় নিট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (-) ১,৮৫২.১৩ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার (-) ০.১০ টাকা।

৩.১.৭ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী মূসক এবং তহবিলসহ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ৪৯১,২৭৭.০২ মিলিয়ন টাকা (প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্যমূল্য ৪০৪,৭৫২.০৭ মিলিয়ন টাকা, ৬টি বিতরণ কোম্পানীর নিট বিতরণ ব্যয় ২৮৯.৩৬ মিলিয়ন টাকা, ভোক্তাপর্যায়ে ১৫% হারে মূসক ৬০,৭৫৬.১৪ মিলিয়ন টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ১২,০৬৫.২৮ মিলিয়ন টাকা, প্রস্তাবিত জ্বালানি গবেষণা তহবিল ৯২৫.৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল ১২,৪৮৮.১৪ মিলিয়ন টাকা) বা প্রতি ঘনমিটার ১৫.৯২ টাকা।

৩.১.৮ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

৩.১.৮.১ এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলাকে ১,৩২,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা অনুদান, ভর্তুকি ও কন্ট্রিবিউশন (জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল থেকে অনুদান ৪০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ৩০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings এর ৪৩% হিসেবে কন্ট্রিবিউশন ৬২,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা) বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ২০% হারে বৃদ্ধি করা;

৩.১.৮.২ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাক্কলিত গড় সরবরাহ ব্যয় (ভর্তুকি ব্যতীত) প্রতি ঘনমিটার ১৫.৯২ টাকা;

৩.১.৮.৩ প্রতি ঘনমিটার মূল্যহার বিদ্যুৎ (সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, আইপিপি ও রেন্টাল) ৫.৩৪ টাকা; ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, এসপিপি ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র) ১৫.৫০ টাকা; সার ৫.৩৪ টাকা; বৃহৎ শিল্প ১২.৬৯ টাকা, মাঝারি শিল্প ১২.৪৯ টাকা; ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য শিল্প ১১.৪৯ টাকা; চা শিল্প (চা-বাগান) ১২.৬৫ টাকা; বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) ২৭.৬০ টাকা; সিএনজি ফিড গ্যাস ৪১.৫০ টাকা (অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকাসহ ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার ৪৯.৫০ টাকা); গৃহস্থালি (মিটারভিত্তিক বার্ণার) ১৮.০০ টাকা, গৃহস্থালি মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার প্রতি মাস ৯৯০.০০ টাকা এবং গৃহস্থালি মিটারবিহীন ডাবল বার্নার প্রতি মাস ১,০৮০.০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা;

৩.১.৮.৪ তিতাস গ্যাস এর প্রাক্কলিত নিট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা প্রতি ঘনমিটার (-) ০.১০ টাকা হওয়ায় বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকা বিলোপ করা;

৩.১.৮.৫ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ, এলএনজি আমদানির পরিমাণ, আমদানিকৃত এলএনজি'র মূল্য এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তন বিবেচনায় ত্রৈমাসিক/ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় করা;

৩.১.৮.৬ তিতাস গ্যাস এর বিতরণ অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক গ্যাস ইনপুট-আউটপুট ও সিস্টেম লস নিরূপণের লক্ষ্যে অঞ্চলভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যকর করা এবং সকল মিটার সীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩.১.৮.৭ সঞ্চালন সিস্টেম হতে প্রাপ্ত গ্যাস যথাযথভাবে এবং যথাযথ স্থান হতে বুঝে নেয়ার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস কর্তৃক জিটিসিএল এর সাথে গ্যাস সঞ্চালন এবং জিটিসিএল এর মালিকানাধীন রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশন/ম্যানিফোল্ড স্টেশন এর বর্হিগামি ব্যবস্থা হতে গ্যাস গ্রহণের চুক্তি সম্পাদন করা;

৩.১.৮.৮ কোনো স্থানে জিটিসিএল এর মিটারিং ব্যবস্থা না থাকলে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে তিতাস গ্যাস এর মিটারকে কাস্টডি মিটার হিসেবে ব্যবহার করে মিটারিং করা;

৩.১.৮.৯ পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল এবং তিতাস গ্যাস এর সমন্বয়ে উপযুক্ত স্থানসমূহে অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্ট নির্ধারণ করা এবং মিটার স্থাপন/মিটারিং ব্যবস্থা কার্যকর নিশ্চিতকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৩.১.৮.১০ পেট্রোবাংলা কর্তৃক আন্তঃকোম্পানী গ্যাস পরিমাপের বিষয়টি তদারকি ও সমন্বয় করা;

৩.১.৮.১১ মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫৫ ঘনমিটার এবং মিটারবিহীন ডাবল বার্নার গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার বিবেচনায় গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণ করা;

৩.১.৮.১২ জিটিসিএল কর্তৃক সঞ্চালিত, তিতাস গ্যাস এর নিজস্ব সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য বিতরণ কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে তিতাস গ্যাস এর গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ নিরূপণ করা। এ প্রক্রিয়ায় নিরূপিত প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ থেকে কমিশনের ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশ অনুসারে জিটিসিএল এর নির্ধারিত সঞ্চালন লস (০.২৫%) এবং তিতাস গ্যাস এর বিতরণ লস (২%) বিবেচনায় বিক্রয়তব্য গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯), ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে (কমিশনের পুনঃআদেশ না হওয়া পর্যন্ত) উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), পেট্রোবাংলা চার্জ ও মূসক খাতে যথাযথ পরিমাণ অর্থের সংস্থান পেট্রোবাংলা ও তিতাস গ্যাস কর্তৃক পুনঃপরীক্ষান্তে নিশ্চিত করা;

৩.১.৮.১৩ এনার্জি খাতে গবেষণার লক্ষ্যে GDF চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২০৩ টাকা থেকে প্রতি ঘনমিটার ০.০৩ টাকা দ্বারা "জ্বালানি গবেষণা তহবিল (ERF)" গঠন করা, তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা এবং উক্ত তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক একটি রেগুলেটরী গাইডলাইন্স প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা;

৩.১.৮.১৪ GDF, ESF এবং ERF মূসকের আওতা-বহির্ভূত রাখা; এবং

৩.১.৮.১৫ নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান ও লোড বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে সরকারের আদেশ, নীতিমালা, বিধিমালা এবং আইন যথাযথভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশনা দেওয়া।

৪.০ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সী ও আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি:

৪.১ তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের ওপর ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে নিউ ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের শহীদ এ. কে. এম. শামসুল হক খান মেমোরিয়াল অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠেয় শুনানিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে কমিশন কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিদিন ও The Financial Express পত্রিকায় শুনানি অনুষ্ঠানের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। লিখিত নোটিশ এবং প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ০৯ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং শুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। লিখিত নোটিশ এবং প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত শুনানিতে অংশগ্রহণ বা উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪.২ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক জনাব এম নুরুল ইসলাম, মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী (এমসিসিআই), বাংলাদেশ সিরামিক এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন মালিক সমিতি শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

৪.৩ ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বিয়াম ফাউন্ডেশনের অডিটরিয়ামে তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪ শুনানিতে তিতাস গ্যাস, পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল ও গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ সিরামিক এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন মালিক সমিতি, বাংলাদেশ রেস্তোরা মালিক সমিতি, বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিসেস ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক জনাব ড. এম নুরুল ইসলাম, মিলিটারী ইন্সটিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এর অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫ কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির মধ্যে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে কমিশনের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কমিশন কর্তৃক শুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক তিতাস গ্যাস এর মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে তথ্য ও দলিলাদি উপস্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক উল্লেখ করা হয়, "মূল্যহার পরিবর্তন প্রস্তাব বিষয়ে শুনানি গ্রহণ একটি আইনী প্রক্রিয়া ও আধা-বিচারিক কার্যক্রম (Quasi-judicial System)। প্রবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) ও মানদন্ড (Standard) অনুযায়ী কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাব সমূহের যথার্থতা, ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবের/আবেদনের যথার্থতা, ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের দায়িত্ব আবেদনকারিগণের। অন্য কোনো পক্ষ যদি ভিন্নতর কোনো দাবি উপস্থাপন করেন সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রমাণের দায়িত্ব ভিন্নতর দাবী উপস্থাপনকারীর। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারিগণ নিজ নিজ প্রতিটি প্রস্তাব/দাবী দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ শুনানিতে উপস্থাপন করবেন, যাতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত (Visibly Reflected) হয়। অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও দালিলিক প্রমাণবিহীন উপস্থাপন একটি সর্বজনগ্রাহ্য, ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনোভাবেই সহায়ক নয়। তাই কমিশন আশা করে শুনানিতে পক্ষগণ যুক্তিযুক্ত তথ্য, উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পেশ করবেন যা বস্তুনিষ্ঠ ও জ্ঞাত এবং দালিলিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এবং যা কমিশনের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহায়ক হবে। প্রাপ্ত এ সকল প্রস্তাব আইন ও প্রবিধানমতে নিষ্পত্তি করা কমিশনের একান্ত দায়িত্ব। এছাড়া মূল্যহার পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা নিম্নরূপ করা প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি ঘটছে। যেহেতু প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালি হতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত তাই এর সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ।" কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক অতঃপর তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৪.৬ তিতাস গ্যাস এর প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হারুন-অর-রশিদ মোল্লা এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) জনাব হুমায়ুন কবির খান প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন:

৪.৬.১ সাশ্রয়ী ও দক্ষ জ্বালানি ব্যবহারের নিমিত্ত ডিসেম্বর-২০২১ পর্যন্ত ৭১২.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,২০,০০০ গ্রাহকের আঙিনায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে ২৬৯.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) Smart/POS প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক পেট্রোবাংলায় দাখিল করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে ১৬.৪৯ লক্ষ গৃহস্থালি গ্রাহককে স্মার্ট/ রিমোট মিটারিং-এর আওতায় আনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৬.২ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন, গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন, GIS নক্সা প্রস্তুতসহ তিতাস গ্যাস এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপনে সর্বমোট ৪,১১০.৮৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

৪.৬.৩ Operation cash flow negative হওয়ায় তিতাস গ্যাস তারল্য সংকটে ভুগছে।

৪.৬.৪ কোম্পানিটি দেশের উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা বিবেচনা করে ভারিত গড় রিটার্ন অন ইক্যুইটি ৯.৭৯% ধরা হয়েছে।

৪.৬.৫ কোম্পানির মূলধন বিনিয়োগের তুলনায় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ কম হওয়ায় রিটার্ন অন ইক্যুইটি এর ভারিত গড় হার অনুযায়ী রেট বেইজ এর উপর রিটার্ন প্রস্তাবিত লভ্যাংশের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। এ প্রেক্ষিতে মোট মুনাফার পরিমাণকে বিবেচনায় নিয়ে বিতরণ মার্জিন নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.৬.৬ আয়কর দায় ও উৎসে আয়কর কর্তনের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টির ফলে কোম্পানির আর্থিক তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,৩০৩.৬১ কোটি টাকা অতিরিক্ত অগ্রিম কর এনবিআর-এ জমা দেওয়া হয়েছে।

৪.৬.৭ দ্রুত ও নির্বিঘ্নে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করণে শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে।

৪.৬.৮ মানসম্মত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ, উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ ও কোম্পানির আয়কর দায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের বিতরণ মার্জিন ০.৬৮০১ টাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৪.৭ শুনানিতে ক্যাব প্রতিনিধি অধ্যাপক এম. শামসুল আলম কর্তৃক তিতাস গ্যাস এর প্রতিনিধিবৃন্দকে জেরাপর্বে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়:

৪.৭.১ তিতাস গ্যাস এর গ্রাহকদের বকেয়ার পরিমাণ ও সময়কালের তালিকা ক্যাবকে দেওয়া হলে বকেয়া আদায়ে প্রয়োজনে ক্যাব আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪.৭.২ অবৈধ সংযোগের বিষয়ে ডিজিএফআই এবং এনএসআই সহ গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে তালিকা প্রণয়ন ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা না নিলে ক্যাব আদালতের আশ্রয় নিবে। তিতাস গ্যাস এর ২৫% শেয়ারের গ্রাহক তালিকা কমিশনকে দিতে হবে।

৪.৭.৩ উৎসে আয়কর এবং ভ্যাট বাবদ তিতাস গ্যাস এর নিকট থেকে সরকার ৭০০ কোটি টাকা আদায় করে। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ভোক্তাদের নিকট হতে বাড়তি মূল্য আদায় যৌক্তিক নয়।

৪.৭.৪ ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান জ্বালানি সচিব হওয়ায় বিষয়টি conflict of interest হতে পারে।

৪.৭.৫ ক্যাব প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে তিতাস গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরে তিতাস গ্যাস এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ একটি করে incentive bonus পেয়েছে।

৪.৭.৬ ক্যাব প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে তিতাস গ্যাস প্রতিনিধি জানান, আবেদন করার পর সংযোগ প্রাপ্ত হয়নি এমন আবেদনকারীর সংখ্যা ৪০,০০০ থেকে ৪৫,০০০। সংযোগ প্রদান সম্ভব নয় বিধায় জামানতের টাকা ফেরত গ্রহণ করার জন্য আবেদনকারীদের চিঠি এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

৪.৭.৭ ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, তিতাস গ্যাস এর উদ্বৃত্ত অর্থ কমিশনের কাছে আনতে হবে। কারিগরি মূল্যায়ন টিমের সুপারিশ এবং কমিশনের আদেশ ভিন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৫.০ লাইসেন্সী এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত:

মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী (এমসিসিআই), বাংলাদেশ সিরামিক এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন মালিক সমিতি প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ শুনানিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বুয়েট এর সাবেক অধ্যাপক এম. নুরুল ইসলাম, তিতাস গ্যাস এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেলোয়ার বখত পি. ইঞ্জ এবং ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার এ সালেক (সুফী) শুনানি-উত্তর লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানি-পূর্ব, শুনানি এবং শুনানি-উত্তর মতামত নিম্নরূপ:

৫.১ অধ্যাপক এম. শামসুল আলম, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব):

শুনানি এবং শুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৫.১.১ সকল সঞ্চালন ও বিতরণ লাইসেন্সির চার্জহার পরিবর্তন প্রস্তাব ন্যায্য ও যৌক্তিক বলে শুনানিতে প্রমাণিত নয়। তাই সে-মর্মে ঘোষণা করা এবং প্রত্যেক লাইসেন্সির ক্ষেত্রে বিদ্যমান চার্জহার বলবৎ রাখা;

৫.১.২ ভর্তুকি ১০,৭৯২ কোটি টাকা ও উদ্বৃত্ত রাজস্ব ২,৫৩৭.৯১ কোটি টাকা এলএলজি আমদানি পর্যায়ে সমন্বয় করে, WPPF ও করপোরেট কর লাইসেন্সীদের রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় না করে, এলএনজি আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ভ্যাট ভোক্তাপর্যায়ে প্রদত্ত ভ্যাটে সমন্বয় করে এবং সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে উদ্বৃত্ত রাজস্ব লাইসেন্সীর রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় না করে ভোক্তাপর্যায়ে ভারিত

গড়ে গ্যাসের মূল্যহার ৯.৫৩ টাকা নির্ধারণ করা। অর্থাৎ বিদ্যমান মূল্যহার অপেক্ষা গ্যাসের মূল্যহার ০.১৬ টাকা হ্রাস করা;

৫.১.৩ সব শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার বলবৎ রেখে গ্যাস তছরূপ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কেবলমাত্র আবাসিক গ্রাহকদের চুলায় মাসিক ৭৭ ঘনমিটারের পরিবর্তে ৪০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার ধরে চুলা প্রতি গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার হ্রাস করা;

৫.১.৪ কোনো গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সির চার্জ নির্ধারণে সিস্টেম লস বিবেচিত হয়নি। কারণ বিতরণে সিস্টেম গেইন বিদ্যমান। সে-অর্থে তিতাসেও সিস্টেম গেইন বিদ্যমান। তিতাস গ্যাস এর সিস্টেম গেইন বিবেচনা ব্যতীত বিতরণ চার্জ নির্ধারণে ২% সিস্টেম লস সমন্বয়ের প্রস্তাব ন্যায্য ও যৌক্তিক নয়। তাই তিতাসের ক্ষেত্রে ২% সিস্টেম লস সমন্বয় না করা;

৫.১.৫ তিতাস গ্যাস এর বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর ব্যক্তিখাত এলপিজি লাইসেন্সীদের তুলনায় কম হারে মুনাফা প্রদান করা। তিতাস গ্যাস এর বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর ১০% হারে মুনাফা প্রদানে আপত্তি করা;

৫.১.৬ বিইআরসি এর আদেশ প্রতিপালনে ছাড় দিয়ে গ্যাস তছরূপ ও অবৈধ সংযোগের সুযোগ বছরের পর বছর বজায় রাখার দায়ে তিতাস গ্যাস পরবর্তি শুনানি না হওয়া পর্যন্ত কস্ট প্লাসের পরিবর্তে কস্ট বেসিসে পরিচালনার আদেশ প্রদান করা। সে সাথে তিতাস গ্যাস কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪৩ ও ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.১.৭ সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা যে অনুপাতে ব্যবহার হবে, সে অনুপাতে অবচয় ব্যয় রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় করে সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ নির্ধারণ করা;

৫.১.৮ পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বিইআরসি এর নিয়ন্ত্রণে পক্ষগণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' পরিচালনা করা। উক্ত তহবিলের অর্থ বিইআরসি এর কর্তৃত্বে দেশীয় কোম্পানীসমূহের গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্পসমূহে বিইআরসি অনুমোদিত ৫ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী সরাসরি ভোক্তা পক্ষের ইক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করা।

৫.১.৯ বিইআরসি অনুমোদিত কৌশলগত পরিকল্পনা ব্যতিত অর্থাৎ বিইআরসি এর আদেশ ও আইন লংঘন করে এখতিয়ার-বহির্ভূতভাবে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এর অর্থ ব্যয়ের দায়ে পেট্রোবাংলা এর বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪২, ৪৩ এবং ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.১.১০ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগ উভয়েরই বিরুদ্ধে আনীত অদক্ষতা ও ব্যর্থতার অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা;

৫.১.১১ এলএনজি ক্রয়ে বিনিয়োগ ও ভর্তুকি, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং জ্বালানি খাতে সুশাসন উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব চাহিদা-বহির্ভূত উদ্বৃত্ত রাজস্ব ও ভোক্তা অনুদানে Fuel Price Stabilization Fund গঠন করা। অতীতের পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত রাজস্ব

লাইসেন্সীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে উক্ত তহবিলে প্রদান করা। জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল বিলুপ্ত করে উক্ত তহবিলের সাথে একীভূত করা। সরকার ও লাইসেন্সীদের প্রাপ্য লভ্যাংশ থেকে ৫০% উক্ত তহবিলে নেয়া। এ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগকৃত মূলধন হিসেবে এলএনজি ক্রয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়নে গৃহীত বিইআরসি অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগকারীর ইক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করা;

৫.১.১২ গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার বহাল রেখে সকল পর্যায়ের ট্যাক্স-ভ্যাট, লাইসেন্সীদের মুনাফা এবং অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে গ্যাস সরবরাহে আর্থিক ঘাটতি হ্রাস করা। এজন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা;

৫.১.১৩ গ্যাস চুরি ও পরিমাপে কারচুপি এবং অস্বাভাবিক ব্যয়ে চাহিদার অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট থেকে অর্থ লুণ্ঠনের বিষয়ে পেট্রোবাংলাসহ গ্যাস সরবরাহে নিয়োজিত সকল কোম্পানির স্ব-স্ব পরিচালনা বোর্ডকে অভিযুক্ত করা হলো। এ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা;

৫.১.১৪ গ্যাস খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করা;

৫.১.১৫ ইতিপূর্বে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আদেশসমূহে প্রদত্ত বিইআরসি এর আদেশাবলী পালন না করার দায়ে এবং গ্যাসখাত বিপর্যস্ত করার জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীদের বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪৩ ধারা এবং ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ অভিযোগ নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সীদের মুনাফা মার্জিন স্থগিত করা;

৫.১.১৬ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে ভোক্তা অনুদান কমিয়ে সে অর্থে রাজস্ব চাহিদা বহির্ভূত গবেষণা তহবিল গঠনে আপত্তি করা;

৫.১.১৭ তিতাস গ্যাস এর অবৈধ গ্যাস সংযোগকারীদের সনাক্ত করার জন্য সিআইডি, ডিজিএফআই ও এনএসআই কে দায়িত্ব প্রদানের জন্য তিতাস গ্যাস-কে আদেশ প্রদান করা;

৫.১.১৮ শুরু থেকে হাল নাগাদ জিটিসিএল ও তিতাস গ্যাস এর শেয়ার হোল্ডারদের নামের তালিকা বছরভিত্তিক তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত লভ্যাংশসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;

৫.১.১৯ গ্যাস সেবাকে স্বার্থ সংঘাত মুক্ত করার লক্ষ্যে লাইসেন্সীদের পরিচালনা বোর্ডকে আমলামুক্ত করা। এ প্রস্তাব গণশুনানির প্রস্তাব হিসেবে সরকারের নিকট প্রেরণ করা।

৫.১.২০ ২০১৯-২০ এর প্রকৃত এলএনজি ক্রয়মূল্য বিবেচনা করে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এলএনজি কম আমদানী করায় পেট্রোবাংলার কাছে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে যা এলএনজি মূল্যহারে সমন্বয় করতে হবে।

৫.১.২১ উন্নয়ন প্রকল্পের স্কীম, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা রাজস্ব চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৫.১.২২ প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে। কোনো আপত্তি থাকলে কমিশন বা ভোক্তা অধিকারের কাছে অভিযোগ করতে হবে।

৫.১.২৩ WPPF এবং কর্পোরেট ট্যাক্স নিট মুনাফার উপর ধার্য করতে হবে, রাজস্ব চাহিদায় আনা যাবে না। দরকার হলে প্রবিধানমালা সংশোধন করতে হবে।

৫.১.২৪ জিডিএফ এবং ইএসএফ ভ্যাটের আওতার বাহিরে রাখতে হবে। রাজস্ব চাহিদায় রাখা যাবে না। ভোক্তার অর্থ বিনিয়োগ করা হলে তার মুনাফাও ভোক্তাকে দিতে হবে। ৩% সার্ভিস চার্জ রহিত করতে হবে।

৫.১.২৫ তিতাস গ্যাস এর ২৫% শেয়ার বিক্রির অর্থ কোথায় সেটির ব্যাখ্যা দিতে হবে। কোম্পানীর উদ্বৃত্ত অর্থ কমিশনের নিকট ফিরিয়ে আনতে হবে।

৫.১.২৬ অনর্থক প্রকল্প গ্রহণ না করে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৫.২ **জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, আহ্বায়ক, বাংলাদেশ নাগরিক সমাজ:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, তিতাস গ্যাসের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। অসাধু কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বৈধ সংযোগ থেকে অবৈধ সংযোগ প্রদান করা হয়। অভিযোগ ছাড়া গ্যাস লিকেজের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাজার হাজার মাইল অবৈধ গ্যাস সংযোগ রয়েছে। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় রোধ করতে পারলে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাসকে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদান করতে হবে। তিনি সিস্টেম লসের জন্য কমিশনকে তিতাস গ্যাস এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান।

৫.৩ **জনাব মোঃ আলী খোকন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ):**

শুনানি-পূর্ব ও শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ বিদেশী প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য ডেলিভারির ০৬ মাস আগেই ক্রয়াদেশ নেয়া হয়। ফলে হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি হলে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। ১ কেজি সুতায় ২৭ টাকার গ্যাস প্রয়োজন হয়। মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতি কেজি সুতায় ২৫ সেন্ট খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, উৎসে কর সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা বাতিল করতে হবে। সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান না করলে এবং এনবিআর এর অগ্রিম কর প্রদানের বিষয়টি সংশোধন করলে মূল্যবৃদ্ধি করতে হবে না। সিস্টেম লস ২% এর মধ্যে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বকেয়া সঠিকভাবে আদায় করা হলে cash flow ঠিক থাকবে। তিনি Price Stabilization Fund গঠনের পক্ষে অবস্থান ব্যক্ত করেন। High Efficiency Generator এর মাধ্যমে গ্যাস অপচয় রোধ সম্ভব। সহজে জেনারেটর প্রতিস্থাপনের সুযোগ রাখতে হবে। একটি নীতিমালা করতে হবে যাতে জ্বালানির মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে অগ্রিম পরিকল্পনা নেওয়া যায়। আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে গ্যাস খাতে অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে।

৫.৪ **জনাব জাকারিয়া জালাল, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, নারায়ণগঞ্জে মসজিদের দুর্ঘটনার দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা প্রয়োজন। একটি ফর্মূলা তৈরি করে নিয়মিত মূল্য সমন্বয় করা হলে শুনানির প্রয়োজন হবে না। জ্বালানি খাতের ৬০% যোগান দেয় গ্যাস। দেশে শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণি রয়েছে। প্রয়োজনে শিল্পখাতে আরও segment তৈরি করে সে অনুযায়ী যৌক্তিক মূল্যহার নির্ধারণ করতে হবে।

৫.৫ **জনাব হাফিজুর রহমান চৌধুরী, যুগ্মসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, মন্ত্রণালয় পলিসি নিয়ে কাজ করে। পেট্রোবাংলা এর মাধ্যমে কোম্পানীগুলি পরিচালিত হয়। শুনানি হচ্ছে মার্জিন সমন্বয়ের জন্য। সিস্টেম লস ও অবৈধ সংযোগের বিষয়ে শুনানি পরবর্তীকালে তথ্যাদি কমিশনকে প্রদান করা হবে। ১০২ কি.মি. অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কথা থাকলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৫৬ কি.মি. অবৈধ সংযোগ অপসারণ করা হয়েছে। জোনভিত্তিক ডাটাবেজ প্রণয়নের কাজ চলছে। কোনো কর্মকর্তার ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বকেয়া আদায়ের বিষয়ে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। খাতভিত্তিক ও মাসিক বকেয়া আদায়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৫.৬ **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি):**

শুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৫.৬.১ দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ যথাযথভাবে উত্তোলন ও অপচয় বন্ধ না করে গ্যাসকে আমদানি নির্ভর করে তোলা হয়েছে। দেশীয় গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন বৃদ্ধি করলে এবং সিস্টেম লস অর্ধেকে আনতে পারলে গ্যাস আমদানির প্রয়োজন হতো না। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে দেশে গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র স্পট মার্কেট থেকে আনা ৪% এলএনজির মূল্য বৃদ্ধির জন্য পুরো গ্যাসের দাম ১১৭% বৃদ্ধি দুরভিসন্ধিমূলক। প্রয়োজন হলে স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানিতে বিরত থাকতে হবে। গ্যাসের দাম বাড়ালে বিদ্যুৎ, পানি ও গণপরিবহনসহ পণ্যবাহী পরিবহনের ভাড়া বাড়বে এবং এতে করে দ্রব্যমূল্যের দাম আরও বেড়ে যাবে।

৫.৬.২ গ্যাস ম্যানেজমেন্ট ও ব্যবহারে অদক্ষতা নিরসন করে, বিদ্যুৎ ও সার কারখানাগুলোর প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের ভিত্তিতে অপচয় রোধ ও সুশাসন নিশ্চিত করে বে-আইনি সংযোগ তথা সিস্টেম লস প্রতিরোধের মাধ্যমে যে গ্যাস সাশ্রয় হবে সে অর্থ দিয়েই আইওসি ও স্থানীয় কোম্পানীগুলোর মার্জিনসহ বিবিধ খাতের ব্যয় সংকুলান করে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে।

৫.৭ **জনাব মাহমুদুল হাসান মানিক, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, ২০০৮ সালে জোনভিত্তিক মিটার স্থাপনের সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও এত বছরেও তা কার্যকর হয়নি। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি ক্রয় করা যাবেনা। ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে অচল কূপগুলি সচল করা যেতে পারে। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে জনগণ মানবেতর জীবনযাপন করছে। শুনানির আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে এই মুহূর্তে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

৫.৮ **জনাব সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সিরামিক এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন:**

শুনানি-পূর্ব লিখিত ও শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, সিরামিক খাত বিশেষ করে টাইল্স, স্যানিটারিওয়্যার এবং টেবিলওয়্যার সম্পূর্ণ গ্যাস নির্ভর। এ খাতের টার্নওভার ১৩,০০০ কোটি টাকা হতে ১৪,০০০ কোটি টাকা। বার্ষিক ১,২০০ থেকে ১,৩০০ কোটি টাকার গ্যাস বিল প্রদান করা হয়। পণ্য উৎপাদন খরচের ১০%-১২% ব্যয় হয় গ্যাসের বিল পরিশোধে। গ্যাসের চাপ কমে গেলে পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। তিতাস গ্যাস চাহিদামত চাপে গ্যাস সরবরাহ করতে ব্যর্থ। Quality of service নিশ্চিত না করে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য। তিনি অতিরিক্ত বিলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এই খাতকে রুগ্ন শিল্পে পরিণত না করার আহ্বান জানান। বিগত ২০১৯ সালে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রতি কেজি সিরামিক পণ্যের গড় উৎপাদন ব্যয় ১০ থকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সিরামিক পণ্যের উৎপাদন ব্যয় আরও ১৮ থেকে ২০ শতাংশ বাড়বে।

৫.৯ **জনাব ফারহান নুর, মহাসচিব, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন:**

শুনানি-পূর্ব ও শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, ২০০১ সালে এডিবি এর গ্রিন ফুয়েল প্রজেক্ট এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সিএনজি'র যাত্রা শুরু। বায়ুদূষণের ফলে স্বাস্থ্যখাতে বিরূপ প্রভাবের ফলে ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ করতে হবে। ৮ টাকা মার্জিনে ৭.৭০ টাকা খরচ হয়ে যায়। এভাবে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সিএনজি অপারেটর মার্জিন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি এবং সিএনজি শ্রেণিতে ডিমান্ড চার্জ বিলোপের অনুরোধ জানানো হয়। সিএনজি অপারেটর মার্জিন ন্যূনতম ১২.০০ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করার অনুরোধ জানানো হয়। গ্যাস আইন অনুযায়ী সিএনজি'র মূল্য বৃদ্ধি পেলে সিএনজি অপারেটরদের জামানতের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সিএনজি স্টেশনে ব্যবহৃত জেনারেটর শুধুমাত্র কম্প্রেসর মেশিন চালু রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বিধায় কম্প্রেসরে সংযুক্ত জেনারেটরকে শিল্প শ্রেণি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কমিশনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। সিএনজি'র মূল্য বৃদ্ধি পেলে স্টেশন অপারেটর কর্তৃক প্রদেয় ০.৫% টার্নওভার ট্যাক্সও বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক গ্যারান্টি, বিদ্যুতের মূল্য, টার্ণওভার ট্যাক্স ও অন্যান্য সরকারি ফি বৃদ্ধি পাচ্ছে। Feed gas এর মূল্য re-adjust করে হলেও সিএনজি প্রতিষ্ঠানের মার্জিন বৃদ্ধির আবেদন জানান। মোট রাজস্বের ২০% সিএনজি খাত হতে আসছে অথচ সিএনজি খাতে ৩.৫% গ্যাস ব্যবহার করা হয়। করোনাকালীন সময়ে বিল দেয়ার পরও ব্যাংক বন্ধ থাকায় সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত ও গণপরিবহনের জন্য সিএনজি'র আলাদা ট্যারিফ নির্ধারণের প্রস্তাব দেন।

৫.১০ **জনাব মোঃ গোলাম ফারুক, সভাপতি, বাংলাদেশ অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন মালিক সমিতি:**

শুনানি-পূর্ব লিখিত ও শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, বিগত আড়াই বছরে করোনা মহামারির কারণে গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-জীবিকা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পেলে পরিবহন ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্য, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি

পাবে। এছাড়া পরিবহনসহ সকল সেক্টরে নৈরাজ্য দেখা দিবে। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেলে যাত্রীসেবা বিঘ্নিত হবে। অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা বন্ধ করা হলে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। তিনি গণপরিবহন খাতে গ্যাসের মূল্য না বাড়ানোর আবেদন জানান।

৫.১১ **জনাব মোঃ শাহ আলম সরকার, মহাসচিব, বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিসেস কোম্পানিজ ওনার্স এসোসিয়েশন:**

মূল্যবৃদ্ধি করে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলার জন্য শুনানিতে আবেদন জানান।

৫.১২ **জনাব সেরাজুল ইসলাম সিরাজ, বার্তা ২৪:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে কমিশন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। স্পট মার্কেট থেকে মাত্র ৯৯ এমএমসিএফডি এলএনজি ক্রয়ের জন্য কোম্পানী লাভে থাকা সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা নেই। স্পট মার্কেটের মূল্য সবসময় বেশি থাকবে না। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে গ্যাসের প্রি-পেইড মিটারের দাম অত্যাধিক বেশি। ভারতে মিটারের মূল্য ৩,০০০ রুপি আর বাংলাদেশে মিটারের মূল্য ২২,২৫০ টাকা। বেশি দামের বোঝা জনগণের উপর চাপানো হচ্ছে। ২০০৮ সালে জোন আলাদা করার সিদ্ধান্ত হলেও তা এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। মানুষের আয় বাড়লেও ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতি আরও বিরূপ হবে। তিনি বলেন, গৃহস্থালিতে ৫৫ ও ৬০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহারের যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তা আরও কমানো যেতে পারে। নতুন ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে গ্যাস সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

৫.১৩ **জনাব মোবারক হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, পেট্রোবাংলাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি হলে সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বকেয়া আদায় এবং ভ্যাট/ট্যাক্স অবলোপন করে মূল্য সহনীয় রাখা যেতে পারে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মার্জিন কমানোর বিষয়ে এজিএম না করায় শেয়ারহোল্ডাররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি মূল্যহার না বাড়িয়ে তিতাস গ্যাস এর মার্জিন বৃদ্ধির আবেদন জানান।

৫.১৪ **জনাব ওসমান গনি, সভাপতি, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি:**

শুনানিতে ও শুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, রেস্তোরাঁ ব্যবসা বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত। এ খাতে সমাজের অবহেলিত লোকজন কাজ করে। তাদের অবস্থা বিবেচনা করে দাম না বাড়ানোর আহ্বান জানান। মিটারের জামানতের টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করতে হবে। রেস্তোরাঁ খাতটি সেবামূলক খাত বিধায় গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি না করে প্রয়োজনে রেস্তোরাঁ সেক্টরে গ্যাসের মূল্য কমাতে হবে। সাধারণ রেস্তোরাঁসমূহে আবাসিক হারে বা আবাসিক হারের নিচে মূল্য নির্ধারণ করা উচিৎ। রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের নামে বরাদ্দকৃত গ্যাসের লোড এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরের বিষয়টি অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন এবং অবৈধ গ্যাস লাইনের ক্ষেত্রে যে শাস্তির বিধান রয়েছে সে বিধানটি কঠোর ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৫.১৫ **[redacted] ড. এম নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট):**

শুনানি ও শুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৫.১৫.১ ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) এর ন্যায় তিতাস গ্যাস এর মিটার ব্যতিত ভোক্তাদের গ্যাস সংযোগ না প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন। গ্রাহক কর্তৃক মিটারের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। খোলা বাজারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মিটার ক্রয়ের সুযোগ রাখতে হবে।

৫.১৫.২ জোনভিত্তিক সিস্টেম লস নিরূপণ করা হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিতাস গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান, তিতাস গ্যাস এর আওতাধীন এলাকাকে ৫টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোনগুলিতে মিটার বসানো হলে সিস্টেম লসের সঠিক পরিমাণ জানানো যাবে।

৫.১৫.৩ তিতাসের মিটার স্থাপনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতি। তিতাস গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান, ২৮ লক্ষ গৃহস্থালি গ্রাহকের মধ্যে ৩ লক্ষ ২০ হাজার জনকে মিটার প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ১৫ লক্ষ মিটার স্থাপন ২-৩ বছরে সম্পন্ন হবে।

৫.১৫.৪ দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ১০ কোটি টাকার একটি ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। দুর্ঘটনার তথ্য, তদন্ত রিপোর্ট ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা যেতে পারে।

৫.১৬ **ড. আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক, পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এমআইএসটি:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, দেশে দৈনিক সরবরাহকৃত ৩০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ২৫% এলএনজি আমদানির মাধ্যমে হচ্ছে। বাংলাদেশ উচ্চমূল্যের জ্বালানি আমদানির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর কোনো কূপ পরিত্যক্ত হলে সেটির প্রতিবেদন কমিশনকে দেয়া হয় কিনা জানতে চান। তিনি বলেন, অন্যান্য দেশে প্রকল্প অনুমোদন দেয় রেগুলেটরী অথরিটি। পরিত্যক্ত গ্যাস কূপগুলির উন্নয়ন করে সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। সেকেন্ডারি রিকভারি করা হলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। Downhole Gas Compressor এর মাধ্যমে মাত্র ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্যাস উৎপাদন বাড়ানো যাবে, ফলে এলএনজি আমদানি কমানো সম্ভব হবে। তিনি অফশোরে গ্যাস অনুসন্ধান বাড়ানোর আহ্বান জানান।

৫.১৭ **জনাব দেলোয়ার বখত পি. ইঞ্জ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কো. লি:**

শুনানি-উত্তর লিখিত বক্তব্যে বলেন যে, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, বিদ্যুতের মূল্যহার, টার্ন ওভার ট্যাক্স, বর্ধিত ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ, বিনিয়োগ ঝুঁকি ও অপারেটিং খরচসহ প্রতি ঘনমিটার সিএনজি'র বিপরীতে ১২ টাকা মার্জিন যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন ক্ষমতার স্টেশনের জন্য একই ফি এবং চার্জ ধার্য করা সঠিক নয়। গ্যাস মার্কেটিং কোম্পানি, সিএনজি স্টেশন মালিক এবং গ্রাহকদের সমস্যা ও বৈষম্য দূর করে গ্রাহকদের ভোক্তা অধিকার খর্ব না হতে দেওয়ার আশা প্রকাশ করা হয়।

৫.১৮ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার এ সালেক (সুফী), ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি কনসালটেন্ট:

শুনানি-উত্তর লিখিত বক্তব্যে মতামত ব্যক্ত করেন যে, সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে তিতাস গ্যাসের সিস্টেম লস সর্বোচ্চ ২% পর্যায়ে কমিয়ে আনা যাবে। ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সকল বৈধ গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে বলেন। তিনি আরো বলেন, এনার্জি অডিটিং এর মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সার কারখানা পর্যায়ক্রমে দক্ষ আধুনিক প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা। সকল গ্যাস কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ থেকে আমলাদের পরিবর্তে পেশাদারদের সম্পৃক্ত করার অনুরোধ করেন। পরিশেষে, বর্তমান মুহূর্তে অন্তত ১ বছরের জন্য মূল্য বৃদ্ধি না-করার জন্য বলেন।

৫.১৯ জনাব ফয়সাল বিন রহমান, দ্বিতীয় সচিব (মূসক, মনিটরিং, পরিসংখ্যান ও সমন্বয়), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর):

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, অগ্রিম কর সমন্বয় করা যেতে পারে। পেট্রোবাংলা বৃহৎ করদাতা ইউনিট হিসেবে নিবন্ধিত আছে। ভ্যাট আইন, ২০১২ অনুযায়ী এলএনজি আমদানি পর্যায়ের চেয়ে সরবরাহ পর্যায়ে মূল্য কম হওয়ায় ভ্যাট রেয়াতের সুযোগ নেই।

৫.২০ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড :

শুনানি ও শুনানি-উত্তর লিখিত মতামত ব্যক্ত করা হয় যে,

৫.২০.১ ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে অবসরভাতা তহবিলের ঘাটতি পূরণে অবসরভাতা তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে বিধায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৫৪ জন জনবল নতুন নিয়োগ পেয়েছে। Bad Debt Provision ও ফিজিবিলিটি স্টাডি খাতের ব্যয় বিবেচনা করা হয়নি। এ সকল কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আরও ১২১.২১ কোটি টাকা বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

৫.২০.২ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বছর শেষে কোম্পানির করদায় কম হওয়ায় সমন্বয় হচ্ছে না।

৫.২০.৩ কোম্পানির ডিভিডেন্ড প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য রিটার্ন অন ইক্যুইটি ২২% বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

৫.২০.৪ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এবং প্রস্তাবিত জ্বালানি গবেষণা তহবিল অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং করে আয়কর অব্যাহতির বিষয়টি নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয়েছে।

৬.০ কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

৬.১ শুনানি ও শুনানি-উত্তর মতামতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধানে ব্যবস্থা গ্রহণ, দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এর সক্ষমতা বাড়িয়ে স্থলভাগে ও সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ওপর জোর দেওয়া, স্পট থেকে কম এলএনজি আমদানি করা, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে এলএনজি আমদানি করা, ট্যাক্স-ভ্যাট হ্রাস করা, গ্যাস খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা, ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে অচল কূপগুলি সচল করা, পরিত্যক্ত কূপগুলির উন্নয়ন করে সক্ষমতা বাড়ানো, অবৈধ গ্যাস সংযোগকারীদের সনাক্ত করার জন্য সিআইডি/ডিজিএফআই ও এনএসআই কে দায়িত্ব প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। এসকল বিষয় সরকারের নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন, বিধি প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন ও প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সংশ্লিষ্ট।

৬.২ শুনানিতে উপস্থাপিত ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, আইওসিসহ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ২৪,১৪৩.৩২ মিলিয়ন ঘনমিটার (২,৩৩৫.৯৪ এমএমসিএফডি) এবং রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানির পরিমাণ ৭,০৭৮.২৯ মিলিয়ন ঘনমিটার (৬৮৪.৮৪ এমএমসিএফডি) সহ মোট দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ ৩১,২২১.৭১ মিলিয়ন ঘনমিটার বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৩ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী দেশীয় গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহ যথা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড (এসজিএফএল) এর ওয়েলহেড চার্জ নির্ধারণ কমিশনের আওতাধীন বিষয় নয়।পেট্রোবাংলা ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কমিশনে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ৪.৫৪৭৩ টাকা, ০.৮৭৯৮ টাকা এবং ০.৮৭৯৮ টাকা পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব বিইআরসি-এ প্রেরণের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করে মর্মে উল্লেখ করে। পেট্রোবাংলা এর উক্ত পত্রের সাথে সংযুক্ত করে এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখের পত্র কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পত্রের মাধ্যমে উক্ত কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড চার্জ পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায় বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর বিদ্যমান ওয়েলহেড চার্জ প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ৩.০৪১৪ টাকা, ০.৭০৯৭ টাকা এবং ০.২০২৮ টাকা বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৪ আইওসি গ্যাস এবং কনডেনসেট ক্রয়ের মোট ব্যয় ৬৪,০৪৬.৪৩ মিলিয়ন টাকা থেকে আইওসি সম্পর্কিত মোট অন্যান্য আয় ২১,০৫৬.৪৫ মিলিয়ন টাকা বাদ দিয়ে আইওসি গ্যাসের নিট ব্যয় ৪২,৯৯০.৪৮ মিলিয়ন টাকা শুনানিতে উপস্থাপন করা হয়, যা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৫ শুনানিতে উপস্থাপিত পেট্রোবাংলা এর বিদ্যমান চার্জ মোট গ্যাসের বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার ০.০৫৫ টাকা এবং রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র বিপরীতে বিদ্যমান এলএনজি চার্জ প্রতি

ঘনমিটার ০.০৫ টাকা হিসেবে এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ বিদ্যমান পেট্রোবাংলা চার্জ মোট গ্যাসের বিপরীতে ভারিত গড়ে ০.০৬৬৫ টাকা বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৬ জুলাই হতে ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের গড় মূল্য ৭৬.৫৩ মার্কিন ডলার অনুযায়ী LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) এর ফর্মূলা এবং উক্ত সময়ে স্পট মার্কেট থেকে ৬ (ছয়) টি কার্গোর মাধ্যমে আমদানিকৃত এলএনজি'র আমদানি মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি হাজার ঘনফুট ২৪.১৯ মার্কিন ডলার বিবেচনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজি'র গড় আমদানি বা ক্রয়মূল্য ১২.২৫৯৩ মার্কিন ডলার নিরূপণ করা যথাযথ মর্মে বিবেচিত হয়। তবে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের মূল্য এবং স্পট মার্কেটে এলএনজি'র মূল্য পরিবর্তনশীল বিধায় সময়ের সাথে এলএনজি'র উক্ত গড় আমদানি মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে।

৬.৭ এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং Excelerate Energy Bangladesh Limited এবং Summit LNG Terminal Co এর সাথে পেট্রোবাংলা এর সম্পাদিত LNG Terminal Use Agreement মোতাবেক এলএনজির রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় নিরূপণ করা যৌক্তিক মর্মে বিবেচিত হয়।

৬.৮ এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে মূসক সরকারের আয়কর আইন দ্বারা নির্ধারিত বিধায় তা রাজস্ব চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৯ বর্তমানে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটারে ০.৪২০৯ টাকা হারে অর্থ জমা হচ্ছে। উক্ত অর্থ থেকে প্রতি ঘনমিটার ০.০৩ টাকা কর্তন করে উক্ত অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত দায়িত্বাবলী যথা:- জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ; এনার্জির দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন; এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার; এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" গঠন বিবেচনা করা যথাযথ। উক্ত গবেষণা তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা এবং তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক একটি রেগুলেটরী গাইডলাইনস্ প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে অবশিষ্ট ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ০.৩৯০৯ টাকা হারে অর্থ সংগ্রহ অব্যাহত রাখা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলকে বিভাজন করে গবেষণা তহবিল গঠিত হওয়ায় ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না।

৬.১০ ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে ভারিত গড়ে প্রায় প্রতি ঘনমিটার ০.৪০৪৬ টাকা হারে অর্থ সংস্থান হচ্ছে, যা বহাল রাখা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১১ শুনানিতে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে তহবিলসমূহ যথা:- "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল", "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" এবং "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" এর ওপর ভ্যাট আরোপ করা যথাযথ নয় মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১২ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ অনুসারে বিতরণ কোম্পানীর কর-পূর্ববর্তী মুনাফার ওপর ৫% হারে অর্থ শ্রমিক অংশগ্রহণ ও শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৩ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি এবং অর্থ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১১ নং আইন) অনুসারে ২২.৫০% হারে আয়কর রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৪ এলএনজি'র আমদানি মূল্যের চেয়ে সরবরাহ পর্যায়ে মূল্য কম হওয়ায় ভ্যাট রেয়াতের সুযোগ নেই মর্মে শুনানিতে উপস্থাপিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মতামত গ্রহণযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৫ শুনানি এবং শুনানি-উত্তর মতামত বিবেচনায় মিটার বিহীন গৃহস্থালি সিঙ্গেল বার্ণার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫৫ ঘনমিটার এবং ডাবল বার্ণার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার বিবেচনা করা যুক্তিসংগত মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৬ গ্যাস বিতরণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিতরণ সিস্টেম লস এবং কমিশনের ইতিপূর্বের আদেশের ধারাবাহিকতায় তিতাস গ্যাস এর বিতরণ সিস্টেম লস ২% বিবেচনা করা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৭ কমিশনের আদেশ/নির্দেশনা পালনে ব্যর্থতার জন্য লাইসেন্সীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪৩ এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারা ৪৩ এবং ৫২ অনুসারে ক্ষেত্রমত কমিশন কর্তৃক প্রবিধান এবং সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৮ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার কাঠামোয় 'শিল্প' গ্রাহকশ্রেণির আওতায় শিল্প গ্রাহকগণ এবং 'বাণিজ্যিক' গ্রাহকশ্রেণির আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকগণের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারিত রয়েছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত "জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১৬" অনুসারে 'শিল্প' প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'বৃহৎ', 'মাঝারি' এবং 'ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য শিল্প' হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে মতামত এসেছে যা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৯ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলসহ কমিশন কর্তৃক গঠিত তহবিলসমূহ পরিচালনার বিষয়ে অভিন্ন রেগুলেটরী গাইডলাইন্স প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

৬.২০ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ, এলএনজি আমদানির পরিমাণ, আমদানিকৃত এলএনজি'র মূল্য এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তন বিবেচনায় ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয়ের বিষয়ে শুনানিতে বক্তব্য এসেছে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতির অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায়ে

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেট, যার মধ্যে সিংহভাগই পাইকারি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যয় বা পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রয়মূল্য। পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রয়মূল্যের অন্যতম অংশ এলএনজি'র আমদানি ব্যয়। এলএনজি'র আমদানি ব্যয় আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পরিবর্তনশীল। পেট্রোবাংলা কাতার গ্যাস ও OQ ট্রেডিং লিমিটেড এর সাথে সম্পাদিত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির (LNG Sale and Purchase Agreement – SPA) আওতায় এবং স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি করে ভোক্তাদের সরবরাহ করে থাকে। উক্ত SPA অনুসারে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত এলএনজি'র মূল্য ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের মূল্যের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে এলএনজি'র স্পট মার্কেট অত্যন্ত পরিবর্তনশীল (Volatile)। **এ সকল বিষয় বিবেচনায় দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ এবং এলএনজি আমদানি মূল্য বিবেচনায় ষান্মাসিক ভিত্তিতে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার কমিশন কর্তৃক সমন্বয় করা সমীচীন। এক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় সম্পর্কে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।**

৬.২১ সার্বিক পর্যালোচনায় ভোক্তাদের ওপর মূল্যহার বৃদ্ধির প্রভাব সহনীয় রাখার লক্ষ্যে এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে ২০২১-২২ অর্থবছরে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল থেকে প্রদত্ত ৩৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings থেকে ২৫,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা প্রদান (৩০ জুন ২০২২ তারিখের সম্ভাব্য ১৪৩,৯৪৭.০৯ মিলিয়ন টাকার প্রায় ১৭%) এবং সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলাকে ৬০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা ভর্তুকি প্রদানসহ সর্বসাকুল্যে ১১৮,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা প্রাপ্তি গণ্যে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নির্ধারণ করা যথাযথ।

৬.২২ তিতাস গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে-

৬.২২.১ বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক এর দীর্ঘমেয়াদী ট্রেজারি বিল, স্থায়ী আমানত, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ইন্সট্রুমেন্টে অর্থ বিনিয়োগের রিটার্ন এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) এর মূল্যহার নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৭ এ বিবেচিত রিটার্নের হার ১০% বিবেচনায় তিতাস গ্যাস এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর ১০% রিটার্ন বিবেচনা করা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান। শুনানিতে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ব্যাংক এর ২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিলের সাম্প্রতিকতম নিলাম রেট অনুযায়ী তিতাস গ্যাস এর অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর ৪.৫৮% হারে রিটার্ন বিবেচনা করা এবং রিটার্ন অন ডেট এবং রিটার্ন অন ইক্যুইটি ভারিত গড় হিসেবে রেট বেজ এর ওপর রেট অব রিটার্ন নিরূপণ করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.২২.২ শুনানি-পরবর্তী মতামত বিবেচনায় তিতাস গ্যাস এর নতুন জনবল নিয়োগের জন্য জনবল খাতে অতিরিক্ত ১২৮.০০ মিলিয়ন টাকা, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের ব্যয় বিবেচনা করা এবং ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি বাবদ যাচাইবর্ষের ব্যয় বিবেচনা করা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান।

৬.২২.৩ বিইআরসি সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস এর ওপর প্রযোজ্য ১৫% ভ্যাট এবং ১২% ট্যাক্স রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.২২.৪ সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকের স্থায়ী আমানত হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর যথাক্রমে ৫.৫০% এবং ৫.৭৫% হারে এবং স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ২.৫০% হারে সুদ খাতে আয় নিরূপণ করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.২২.৫ ডিমান্ড চার্জ, চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হিটিং ভ্যালুর তারতম্যজনিত আয়, অন্যান্য পরিচালন ও অপরিচালন আয় খাতে যাচাইবর্ষ ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত আয় বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৭.০ রাজস্ব চাহিদা:

৭.১ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন টিমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, শুনানিতে লাইসেন্সীগণ এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য ও দলিলাদি এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০২১-২২ বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ, প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য-মূল্য, তিতাস গ্যাস এর ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্তব্য গ্যাস, সিস্টেম লস এবং গ্যাস বিক্রয়, তিতাস গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিম্নে বর্ণিত সারণিসমূহে উপস্থাপন করা হলো:

৭.২ বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিম্নের সারণি-৭.১ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৭.১: বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	বাপেক্স	১,৪০০.০০
২	বিজিএফসিএল	৬,৩৯৬.০০
৩	এসজিএফএল	৮৭২.০০
৪	আইওসি	১৫,৪৭৫.৪২
৫	**মোট উৎপাদনের পরিমাণ (১+২+৩)**	**২৪,১৪৩.৪২**
৬	এলএনজি আমদানি	৭,০৭৮.২৯
৭	**মোট উৎপাদন এবং আমদানির পরিমাণ (৫+৬)**	**৩১,২২১.৭১**
৮	জিটিসিএল এর সঞ্চালন লস (০%)	০.০০
৯	**বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ (৭-৮)**	৩১,২২১.৭১

৭.৩ বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য নিম্নের সারণি-৭.২ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি- ৭.২: বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
ক.	**দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ব্যয়:**	
১	বাপেক্স	৪,২৫৭.৯৬
২	বিজিএফসিএল	৪,৫৩৯.২৪
৩	এসজিএফএল	১৭৬.৮৪
৪	আইওসি গ্যাসের নিট ব্যয়	৪২,৯৯০.৪৮
৫	**মোট দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ব্যয় (১+..+৪)**	**৫১,৯৬৪.৫২**
খ.	**এলএনজি আমদানি ব্যয়:**	
৬	কাতার গ্যাস থেকে ক্রয়	১২৮,০০৮.৯১
৭	OQ ট্রেডিং লিমিটেড থেকে ক্রয়	৫৯,৩৮৭.১৮
৮	স্পট মার্কেট থেকে ক্রয়	৭৬,১৪৫.৪৯
৯	**এলএনজি'র মোট ক্রয়মূল্য (৬+৭+৮)**	**২৬৩,৫৪১.৫৮**
১০	এলএনজি আমদানি পর্যায়ে মূসক (১৫%)	৩৯,৫৩১.২৪
১১	এলএনজি আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর (২%)	৫,২৭০.৮৩
১২	ব্যাংক চার্জ ও কমিশন	৭২০.০০
১৩	রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয়	১৫,২৭৬.৪৬
১৪	**এলএনজি ক্রয়, আমদানি পর্যায়ে মূসক ও রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় (৯+১০+১১+১২+১৩)**	**৩২৪,৩৪০.১১**
১৫	এলএনজি ব্যায়ের ওপর উৎসে কর (৭%)	২২,৩৬৫.৯০
১৬	**মোট এলএনজি আমদানি ব্যয় (১৪+১৫)**	**৩৪৬,৭০৬.০১**
১৭	এলএনজি সম্পর্কিত অন্যান্য আয়	৪,৮২৭.২০
১৮	**নিট এলএনজি ব্যয় (১৬-১৭)**	**৩৪১,৮৭৮.৮১**
১৯	পেট্রোবাংলা চার্জ	২,০৫১.৫১
২০	**পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট ব্যয় (৫+১৮+১৯)**	**৩৯৫,৮৯৪.৮৪**
২১	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), রিটেইন্ড আরনিংস ও ভর্তুকি	১১৮,০০০.০০
২২	**জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) ও রিটেইন্ড আরনিংস হতে প্রদান এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় ভর্তুকি বিবেচনায় পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট ব্যয় (২০-২১)**	**২৭৭,৮৯৪.৮৪**
২৩	সঞ্চালন ব্যয়	১৪,৯১৭.৭৩
২৪	**প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট পণ্য মূল্য (২২+২৩)**	**২৯২,৮১২.৫৭**

৭.৪ তিতাস গ্যাস এর রিসিভিং পয়েন্টে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাপ্তব্য গ্যাস, বিতরণ সিস্টেম লস এবং গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নিম্নের সারণি-৭.৩ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৭.৩: তিতাস গ্যাস এর ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্তব্য গ্যাস, সিস্টেম লস এবং গ্যাস বিক্রয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	নিজস্ব এবং জিটিসিএল এর সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য গ্যাসের পরিমাণ	১৭,৮১৫.১১
২	সিস্টেম লস (২%)	৩৫৬.৩০
৩	**ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (১-২)**	১৭,৪৫৮.৮১

৭.৫ তিতাস গ্যাস এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নের সারণি-৭.৪ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৭.৪: তিতাস গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ		রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল		৩,১৭০.৯১
২	সঞ্চালন ও বিতরণ, অফিস এবং অন্যান্য:		
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	২১২.৮০	
	অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়	৭১৭.৬৬	
	সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	৫২.২৫	
			৯৮২.৭১
৩	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (১+২)**		**৪,১৫৩.৬২**
৪	অবচয়		১,০৪২.২২
৫	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল		৪৭১.৫৮
৬	আয়কর		২,০১৬.০০
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ		৭৮০.১৮
৮	**মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (৩+.....+৭)**		**৮,৪৬৩.৬০**
৯	**অন্যান্য আয় (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ব্যতীত)**		**১০,৩০৪.৩৮**

২০২১-২২ অর্থবছরে তিতাস গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৮,৪৬৩.৬০ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৪৮ টাকা। একইসময়ে অন্যান্য আয় ১০,৩০৪.৩৮ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৫৯ টাকা। এমতাবস্থায়, তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫০০ টাকা থেকে হ্রাস করে ০.১৩ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা যৌক্তিক।

৭.৬ উপরের অনুচ্ছেদ ৬ এবং ৭ এর পর্যালোচনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিম্নের সারণি-৭.৫ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৭.৫: ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	সরবরাহ ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)
১	প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট পণ্যমূল্য (সারণি-৭.২ এর লাইন ২৪)	২৯২,৮১২.৫৭
২	বিতরণ ব্যয়	৪,৬২৯.৮১
৩	**মূসক ও তহবিল ব্যতীত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় (১+২)**	**২৯৭,৪৪২.৩৮**
৪	ভোক্তাপর্যায়ে মূসক (১৫%)	৪৪,৬১৬.৩৬
৫	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF)	১২,০৬৫.২৮
৬	বিইআরসি গবেষণা তহবিল	৯২৫.৯৬
৭	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF)	১২,৪৮৮.১৪
৮	**মূসক এবং তহবিলসহ ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় (৩+৪+৫+৬+৭)**	**৩৬৭,৫৩৮.১২**

সার্বিক পর্যালোচনায় (ক) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে প্রদত্ত ৩৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, (খ) গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings হতে প্রদান ২৫,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং (গ) সরকারের ভর্তুকি ৬০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকাসহ সর্বসাকুল্যে ১১৮,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা এর এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে প্রদান গণ্যে ভোক্তাপর্যায়ে মোট ৩০,৮৬৫.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাসের মোট সরবরাহ ব্যয় ৩৬৭,৫৩৮.১২ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ১১.৯১ টাকা নির্ধারণ করা যথাযথ।

৮.০ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ:

সার্বিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে কমিশনের আদেশ হচ্ছে যে:-

৮.১ (ক) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে প্রদত্ত ৩৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, (খ) গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings হতে প্রদান ২৫,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং (গ) সরকারের ভর্তুকি ৬০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকাসহ সর্বসাকুল্যে ১১৮,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা এর এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে প্রদান গণ্যে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভারিত গড় মূল্যহার প্রতি ঘনমিটার ১১.৯১ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

৮.২ গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণি যথা: বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র); ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র); সার; শিল্প; চা-শিল্প (চা-বাগান); বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) এবং

সিএনজি এর ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ বহাল থাকবে।

তবে বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সার গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো সার কারখানায় কোনো মাসে গ্যাস সরবরাহকারী/বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক ১৫ (পনেরো) দিন বা তার বেশি গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হলে উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত মাসে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৮.৩ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক পুনঃনির্ধারিত মূল্যহার পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.৪ এনার্জি খাতে গবেষণার লক্ষ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল প্রতি ঘনমিটার ০.৪২০৯ টাকা থেকে প্রতি ঘনমিটার ০.০৩ টাকা দ্বারা 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল' গঠন করা হলো। উক্ত তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। উক্ত তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি পরবর্তীতে কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি রেগুলেটরী গাইডলাইনস্ এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

৮.৫ তিতাস গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.১৩ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

৮.৬ প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-'খ' এ সংযুক্ত করা হলো। তিতাস গ্যাস উক্ত বণ্টন বিবরণীতে উল্লিখিত :—

৮.৬.১ 'উৎপাদন চার্জ' এবং 'এলএনজি চার্জ' বাবদ সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পেট্রোবাংলায় জমা প্রদান করবে;

৮.৬.২ 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' এ মাসভিত্তিক সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথাক্রমে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' এর নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে মাসভিত্তিক জমা প্রদান করবে;

৮.৬.৩ 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল' এ মাসভিত্তিক সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল' এর জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে মাসভিত্তিক জমা প্রদান করবে;

৮.৬.৪ 'সঞ্চালন চার্জ' প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জিটিসিএলকে মাসভিত্তিতে পরিশোধ করবে; এবং

৮.৬.৫ উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ২.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করবে।

৮.৭ তিতাস গ্যাস, জিটিসিএল কর্তৃক বিলকৃত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ নিরূপণ করবে।

৮.৮ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ, কমিশনের আদেশ অনুযায়ী এলএনজি আমদানির প্রকৃত পরিমাণ, আমদানিকৃত এলএনজি'র প্রকৃত ক্রয়মূল্য, এলএনজি চার্জের ওপর প্রযোজ্য উৎসে কর, কমিশনের আদেশ অনুসারে প্রযোজ্য মূসক ও অগ্রিম কর এবং মার্কিন ডলারের প্রকৃত বিনিময় মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের ভারিত গড় কমিশন কর্তৃক ষান্মাসিক ভিত্তিতে শুনানিঅন্তে সমন্বয় করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

ক.	পরিচালক (পেট্রোলিয়াম), বিইআরসি	-	আহ্বায়ক
খ.	পরিচালক (গ্যাস), বিইআরসি	-	সদস্য
গ.	পরিচালক (বিদ্যুৎ), বিইআরসি	-	সদস্য
ঘ.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি	-	সদস্য
ঙ.	পেট্রোবাংলা এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
চ.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
ছ.	কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
জ.	সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ), বিইআরসি	-	সদস্য
ঝ.	উপপরিচালক (ট্যারিফ), বিইআরসি	-	সদস্য (সাচিবিক দায়িত্ব)

কমিটির কার্যপরিধি:

উক্ত কমিটি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুসারে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভারিত গড় মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় সংক্রান্ত সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করবে।

৮.৯ তিতাস গ্যাস গৃহস্থালি মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫৫ ঘনমিটার এবং মিটারবিহীন ডাবল বার্নার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার বিবেচনায় গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণ করবে।

৮.১০ সিএনজি স্টেশনে কমপ্রেসার পরিচালনার দু'টি পদ্ধতি বর্তমান, একটি গ্যাস ইঞ্জিনের সাথে সরাসরি মেকানিক্যালি সংযুক্ত পদ্ধতি এবং অন্যটি বৈদ্যুতিক জেনারেটরের মাধ্যমে মোটর চালিত। বৈদ্যুতিক জেনারেটরের মাধ্যমে মোটর চালিত কমপ্রেসরের ক্ষেত্রে সিএনজি অপারেটরকে সিপিপি লাইসেন্স নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। এক্ষেত্রে তিতাস গ্যাস গ্রাহকের জেনারেটরের জন্য ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির প্রযোজ্য মূল্যহারে বিল আদায় করবে। অন্য পদ্ধতির (গ্যাস ইঞ্জিনের সাথে সরাসরি মেকানিক্যালি সংযুক্ত) ক্ষেত্রে তিতাস গ্যাস মাঝারি শিল্প শ্রেণির প্রযোজ্য মূল্যহারে বিল আদায় করবে।

৮.১১ এ আদেশ বিল মাস জুন ২০২২ থেকে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

৮.১২ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ যথাশীঘ্র তাদের প্রি-পেইড কার্ড নতুন মূল্যহার অনুযায়ী হালনাগাদ করে নিবেন।

৯.০ নির্দেশনাবলী:

৯.১ তিতাস গ্যাস মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য প্রি-পেইড মিটার স্থাপন নিশ্চিত করবে।

৯.২ তিতাস গ্যাস সকল ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, শিল্প, সিএনজি এবং বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের জন্য EVC মিটার স্থাপন নিশ্চিত করবে এবং EVC মিটার অনুযায়ী বিলিং নিশ্চিত করবে।

৯.৩ তিতাস গ্যাস গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রাহকের সাথে আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবে এবং গৃহস্থালি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

৯.৪ তিতাস গ্যাস সময় সময় বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের ওপর গ্যাসের মূল্যহারের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করবে এবং ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের সাথে দাখিল করবে।

৯.৫ তিতাস গ্যাস উহার বিতরণ অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক গ্যাস ইনপুট-আউটপুট ও সিস্টেম লস নির্ণয় করবে। এ লক্ষ্যে যথাশীঘ্র অঞ্চলভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৯.৬ তিতাস গ্যাস জিটিসিএল এর মালিকানাধীন রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের বহির্গামি ব্যবস্থা হতে গ্যাস গ্রহণের বিষয়ে জিটিসিএল এর সাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করবে। তিতাস গ্যাস এবং জিটিসিএল যৌথভাবে প্রতিমাসে মিটার Calibration করবে।

৯.৭ তিতাস গ্যাস নিয়মিতভাবে সকল প্রকার অবৈধ গ্যাস নেটওয়ার্ক, স্থাপনা ও সংযোগ অপসারণ/বিচ্ছিন্ন করবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

৯.৮ তিতাস গ্যাস:-

৯.৮.১ গ্যাসের লিকেজ নির্ণয় এবং গ্রাহক ও জনমানুষের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বিতরণকৃত গ্যাসে Odorant মেশানো এবং তা দূরবর্তী গ্রাহকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

৯.৮.২ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গ্যাস পাইপলাইন ও অন্যান্য স্থাপনার গ্যাস লিকেজ বন্ধ করে গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯.৮.৩ গ্যাস পাইপলাইন এবং অন্যান্য স্থাপনায় লিকেজের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে (দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গৃহীত ব্যবস্থা, ইত্যাদি উল্লেখসহ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে; এবং

৯.৮.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান বিষয়ে একটি গাইডলাইন্স প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করবে।

৯.৯ তিতাস গ্যাস গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ, বিভিন্ন খাতে (উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিল, সঞ্চালন চার্জ, মূসক ইত্যাদি) সংস্থানকৃত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে মাসভিত্তিতে কমিশনে প্রেরণ করবে। পূর্ববর্তী মাসের তথ্যাদি পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

(মোঃ কামরুজ্জামান)
সদস্য

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

CamScanner

পরিশিষ্ট-'ক'

ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার, ২০২২

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)
১	বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র)	৫.০২
২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)	১৬.০০
৩	সার	১৬.০০
৪	শিল্প:	
	(ক) বৃহৎ	১১.৯৮
	(খ) মাঝারি	১১.৭৮
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য	১০.৭৮
৫	চা-শিল্প (চা-বাগান)	১১.৯৩
৬	বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	২৬.৬৪
৭	সিএনজি	৪৩.০০
৮	গৃহস্থালি:	
	ক) মিটারভিত্তিক বার্নার	১৮.০০
	খ) মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার (টাকা/মাস)	৯৯০.০০
	গ) মিটারবিহীন ডাবল বার্নার (টাকা/মাস)	১,০৮০.০০

২। গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণি যথা: বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র); ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র); সার; শিল্প; চা-শিল্প (চা-বাগান); বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) এবং সিএনজি এর ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটারে (মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে) ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে।

তবে বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সার গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো সার কারখানায় কোনো মাসে গ্যাস সরবরাহকারী/বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক ১৫ (পনেরো) দিন বা তার বেশি গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হলে উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত মাসে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৩। সিএনজি গ্রাহকের মূল্যহার অপরিবর্তিত থাকবে। প্রতি ঘনমিটার সিএনজির মূল্যহারের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্যহার ৩৫.০০ টাকা এবং অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত।

৪। এ আদেশ বিল মাস জুন ২০২২ হতে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৫। প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ যথাশীঘ্র তাদের প্রি-পেইড কার্ড নতুন মূল্যহার অনুযায়ী হালনাগাদ করে নিবেন।

(মোঃ কামরুজ্জামান)
সদস্য

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

CamScanner

পরিশিষ্ট-'খ'

ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী (তিতাস গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ	এলএনজি চার্জ	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল	বিইআরসি গবেষণা তহবিল	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
১	বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র)	০.৯৫৬৫	২.৪৬৯২	০.১৬৫০	০.০৩০০	০.১৮৬৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	০.৬০৫০	৫.০২০০
২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)	২.৪০৩০	৯.৮৬৭০	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	১.৯৩১৭	১৬.০০০০
৩	সার	০.৯৫৬৫	১২.০১৬১	০.১৬৫০	০.০৩০০	০.১৮৭৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	২.০৩৭১	১৬.০০০০
৪	শিল্প:									
	(ক) বৃহৎ	১.৯১৮০	৭.০৯২০	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	১.৪৪২৭	১১.৯৮০০
	(খ) মাঝারি	১.৯১৮০	৬.৯১৮১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	১.৪১৬৬	১১.৭৮০০
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য	২.৮৯৪০	৪.৩৮০৪	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	১.১৮২৩	১০.৭৮০০
৫	চা-শিল্প (চা-বাগান)	১.৯১৮০	৭.০৪৮৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	১.৪৩৬২	১১.৯৩০০
৬	বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	৩.৮১১০	১৭.০২৭৩	০.৯৭৮০	০.০৩০০	০.৯৬৯০	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	৩.২১৬৯	২৬.৬৪০০
৭	সিএনজি	৫.৬৫৮০	২১.৫৫৩৩	১.৫০৩৫	০.০৩০০	১.৪৭৪৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	৪.১৭২৯	৪৩.০০০০[২]
৮	গৃহস্থালি	২.২১০৫	১১.৮৯২৬	০.৫২২০	০.০৩০০	০.৫৩০৫	০.৪৭৭৮	০.১৩০০	২.২০৬৬	১৮.০০০০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।
[২]সিএনজি অপারেটর মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ৮.০০ টাকাসহ।

(মোঃ কামরুজ্জামান)
সদস্য

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

CamScanner